SEC ফিল্ড স্টাডি রিপোর্ট - চন্দ্রকেতুগড়

বহুদূর দেশে বেড়াতে যাওয়ার স্বপ্ন আমাদের সকলেরই। বিদেশে কোথাও প্রাচীনত্বের কোনও আভাস পেলেও আমরা সেখানে যেতে চাই যেমন প্রাচীন গ্রিস বা মিশর। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যেই নিজের শহরের কাছেই যে কত অপূর্ব দর্শনীয় স্থান আছে, তাতে আছে কত প্রাচীন ইতিহাস তা সেখানে না গেলে বোঝা যাবে না। এমনই একটি জায়গার নাম চন্দ্রকেতুগড়। কলকাতা থেকে বারাসত হয়ে এগোলে আসে বেড়াচাঁপা মোড়। সেই মোড় থেকে ডান দিকে হাঁড়োয়া রোড ধরে কিছুটা গেলেই চন্দ্রকেতুগড়। এটি বাংলার গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্নস্থল। ১৯০৬ সালে এ.এইচ. লংহার্স্ট প্রথম চন্দ্রকেতুগড় পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করেছিলেন 'This was one of the earliest settlement in lower Bengal.' তারপর সময়ের সাথে খননকার্যও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠানিক ভাবে খনন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রকৃত অর্থে চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাণ পুরুষ বলতে আমরা শ্রী দিলীপ কুমার মৈত্রের কথা স্মরণ করতে পারি। তার উদ্যোগের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা। আমাদের Skill Enhancement Course er অন্তরভুক্ত Museum and Archives এর পাঠক্রম অনুযায়ী আমাদের এই ঐতিহাসিক চন্দ্রকেতুগড় ও তার সংগ্রহশালা ভ্রমণের সুযোগ হয়।

৪ ঠা ফেব্রুয়ারী ২০২৩ আমরা আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে বাস- এ চন্দ্রকেতুগড় উদ্দেশ্যে রওনা দি। খুব সকালে আমাদের বাস ছাড়ে এবং প্রাতরাশ আমরা পথেই সেরে নি। চন্দ্রকেতুগড় পৌঁছবার আগেই রাস্তার পাশেই আছে খনা-মিহিরের ঢিপি। কিংবদন্তী চরিত্র খনা এবং মহান গণিতবিদ বরাহ মিহির এই স্থানের সাথে যুক্ত ছিলেন সুতরাং তাদের নাম অনুশারে এই স্থানটির নাম রাখা হয়েছিল খনা মিহিরের ঢিপি। এখানে এখন কিছু সিঁড়ি ও পাথরের দেওয়াল পড়ে রয়েছে। বলা হয় এটি কোনও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাথমিকভাবে মন্দিরটি গুপ্তযুগের বলে অনুমান করা হয়েছিল কিনত্ত নকশা, স্থাপত্য ও অলঙ্করণ থেকে এখন এটি পাল যুগের কোনও দেবালয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, চন্দ্রকেতুগড়ই ছিল সম্ভবত 'পেরিপ্লাস' এবং টলেমি সূত্রে উল্লিখিত বিখ্যাত প্রাচীন সমুদ্র-বন্দর 'গঙ্গারিডাই'-এর রাজধানী বা 'গাঙ্গে' বন্দর। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রত্নতাত্বিক বিশেষজ্ঞগণ চন্দ্রকেতুগড়কেই 'গাঙ্গে' বন্দর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। প্রত্নতাত্বিক অনুন্ধানে দেখা যায় যে চন্দ্রকেতুগড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী ছিল। চন্দ্রকেতুগড়' এই নামটি কোথা থেকে এল তা কারও জানা নেই। ইতিহাসবিধদের অনুমাণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে ছোট-ছোট কিছু নগর উত্থান করে চন্দ্রকেতুগড় হয়ত তারই একটি। যদিও ফা-হিয়েন বা হিউয়েন সাংয়ের লেখায় এর কোনও উল্লেখ নেই। এবং উল্লেখ নেই বলেই এই নগর হল উপেক্ষিত। চন্দ্রকেতুগড় কালের প্রভাবে কোথায় তলিয়ে গেল। শোনা যায় প্রাচীনকালে এইখানে চন্দ্রকেতু নামক কোনও রাজা ছিলেন যিনি এই গড় নির্মিত করেছিলেন। এবং এটি অনুমান করা হচ্ছে যে চন্দ্রকেতুগড় ছিল এক প্রাচীন বন্দরনগরী।

প্রাথমিক স্তর

প্রথম পর্বটি প্রাক্-'উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র' (Pre-NBPW) পর্যায়ের স্তরকে নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় স্তর

৪০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ঘোষণা করে দ্বিতীয় স্তর।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তরটি কুষাণ যুগের সমসাময়িক এবং স্তরটি আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থ স্তরটিকে গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগের বলে চিহ্নিত করা হয়। এ স্তরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে সীল ও সীলমোহর; পোড়ামাটির সামগ্রী।

এই সমস্ত প্রত্নবস্তু স্থান পেয়েছে চন্দ্রকেতুগড় museum বা সংগ্রহশালায়। সংগ্রহশালাটি সোমবার বন্ধ থাকে। সপ্তাহের বাকি দিন গুলি এটি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত। সংগ্রহশালার দোতলায় আছে ঐতিহাসিক গ্যালারি যেখানে সুঙ্গ যুগের পোড়া মাটির সামগ্রী, punch marked coins এবং সুঙ্গ ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা প্রদর্শীত হয়েছে। পোড়া মাটির সামগ্রির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত হলো পঞ্চচুড়া (Panchachuda) নারী মূর্তি যা কিনা প্রথম বা দ্বিতীয় ক্রিস্টাব্দের। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন যক্ষ ও যক্ষীনির মূর্তি। সংগ্রহশালার ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ। এই সংগ্রহশালার উদ্ঘাটন হয় ১৬ জানুয়ারী ২০১৬। স্থানীয় বাসিন্দা ও ইতিহাসবিদ দিলীপকুমার মৈত্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী সংরক্ষণ করতেন। নিজের বাড়িতেই তৈরি করেছিলেন সংগ্রহশালা। পড়বর্তীকালে সরকারি উদ্যোগে সংগ্রহশালা স্থাপিত হলে তার কাজ সরকারের হাতে তুলে দেন তার পুত্র দীপন মৈত্যে। এই সংগ্রহশালার প্রদর্শন আমাকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করে ও আমার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

চন্দ্রকেতুগড় জায়গাটি একসময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের রক্ষণা বেক্ষণ অবশ্যয়ী প্রয়োজনীয়। চন্দ্রকেতুগড়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার এই অমূল্য সম্পদটিকে 'হেরিটেজ জোন'-এ পরিবর্তিত করবে তা ঘোষণা করেছে। এবং খনা-মিহিরের ঢিপি যা চন্দ্রকেতুগড়ের একটি অংশ, তা ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ দ্বারা একটি প্রত্নতাত্বিক স্থল বলে চিহ্নিত করা হয় এবং এটিকে 'রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড় পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিয় তথ্য অনুন্ধান করে এই স্থানের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। তাই আমার সহপাঠীদের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ চিরশ্মরণীয় হয়ে থাকবে।

SEC Study Report Chandraketugarh

On the 4th of February 2023 we visited the ancient archaeological site and museum of Chandraketugarh as part of our SEC or Skill Enhancement course

on Museums and Archives. Chandraketugarh is one of the most talked about sites in historical circles not only because of its antiquity but also because it is shrouded in mystery. Around 50 km north-east of Kolkata near the tiny village of Berchampa lies the 2,300 year old site of Chandraketugarh. It was once an important hub of international maritime trade and today it has a museum built near the site depicting largely collections of Dilip Kumar Maity, a retired school teacher and amateur archaeologist. From the early years of the 20th century, the antiquarian remains from the Chandraketugarh site were gradually brought to light. In 1906 Tarak Nath Das and some other inhabitants of the area petitioned the government to explore the site. A. H. Longhurst of the Archaeological Survey of India visited the place in 1907 and described it as of little interest. Rakhal Das Banerji - the man who discovered the ruins of Mohenjo-daro also made a visit in 1909 and reported on some of the finds. His thoughts were published in the Bengal monthly Basumoti in 1920. The article generated interest and between 1956-57 and 1967-68 the Ashutosh Museum of the University of Calcutta carried out excavations at five different sites of Chandraketugarh and made some important findings. The stratigraphy of the ancient site was found to be as follows:

Period I : Pre Maurya - c. 600-300 BCE
Period II : Maurya - c. 300 - 185 BCE
Period III : Shunga - c. 185 BCE - 50 CE
Period IV: Kushana - c. 50-300 CE
Period V : Gupta - c. 300-500 CE
Period VI : Post-Gupta c. 500-750 CE
Period VII : Pala-Sena - c. 750-1250 CE

In early historic times Chandraketugarh was connected to the Ganga by the Vidyadhari river, and must have been an important centre for trade and possibly also a political centre. It can perhaps be identified with the Gangaridae of Graeco-Roman accounts which suggests that the site had indirect if not direct relations with Rome and other ancient civilizations. The name Chandraketugarh comes from a local legend of a medieval king of this name. On the morning of 4th February 2023 we set out early in the morning from college in a rented bus to visit the ancient and enigmatic site of Chandraketugarh. We finished our breakfast during the bus journey and within hours reached our destination. We first went to the site known as Khana-Mihirer Dhipi which is an ancient temple complex probably belonging to the Gupta period. The local population of the place is aware of the legends that go around it, but any empathetic steps taken by them for the conservation and protection of the site are completely absent. After lunch we decided to

visit the Chandraketugarh museum which houses a rich collection of artefacts excavated from the ancient site. This museum was established in 2016 and is doing a commendable job in preserving the history and heritage of Chandraketugarh. The museum is open from 10.30 to 4.30 everyday of the week except Mondays hence one hss to plan their visit accordingly. Chandraketugarh is well known for its historic terracotta objects. It was undoubtedly one of the important centres of terracotta craft. Inamul Haque has given a detailed account and catalogue of 963 terracottas found at Chandraketugarh the most memorable among which are the *panchachuda* figures - a woman with five weapons as hairpins. The *Mithuna* motif is common in the terracotta plaques. Additionally there are figures of yakshas and yakshis in the museum.According to Haque these mass produced terracottas were not the work of rural craftsmen making images for a village market. They were products of an urban milieu catering to an urban clientele. They are not only important as representatives of crafts and aesthetics of their time but also offer useful information on aspects of social life and religious practice. Apart from the terracottas the museum also houses a large number of punch-marked coins and coins of the Kushana and Gupta periods. Other finds include northern black polished ware (NBPW) and idols, toys, claypots and beads that mesmerize the museum visitor. However photography inside the museum is prohibited and hence we had to take copius notes of the artefacts we saw inside.

Chandraketugarh remains an enigmatic and important site within the archaeo-geographic context of coastal Bengal.It raises more questions, both conceptual and specific, than what it can provide answers to, unless excavated more extensively using a multi-disciplinary approach. Our visit to this important historical site and museum was both educational and enjoyable. Chandraketugarh is sometimes referred to as the Harappa of Bengal. The historical site deserves more attention and conservation than it at present enjoys. The state government of West Bengal has turned the area into a heritage zone and the Heritage Commission's move towards getting UNESCO certification for Chandraketugarh has ensured the protection of its 2,500-year-old past. Yet more needs to be done towards protecting and popularizing this historic site. We express our gratitude to our college and teachers for taking us to this enigmatic place. . The memory of this historic trip shall remain etched in my memory for ever.